খেলা
মেসির বিয়ের খবর ও ছবি
১১

আজকাল

www.aa

দেশ
কর ফাঁকি রুখতে ডাক প্রধানমন্ত্রীর
৫

কলকাতা ১৭ আষাঢ় ১৪২৪ রবিবার ২ জুলাই ২০১৭ শহর সংস্করণ ** ৫.০০ টাকা

অজয়কুমার রায়

চন্দ্রশেখর ঘোষ

নির্মলেন্দু গুণ

সন্দীপ রায়

সুমন চট্টোপাধ্যায়

সেরা বাঙালির পঞ্চপ্রদীপ বঙ্গ সম্মেলনে

আজকালের প্রতিবেদন

কাউন্টডাউন শুরু। জুলাইয়ের আমেরিকা এমনিতেই উৎসবমুখর। প্রথম উইক এন্ডে প্রাক–স্বাধীনতার উৎসব আর পরের উইক এন্ডে বাঙালিয়ানার উৎসব। ৪ জুলাইয়ের বাজি ফাটানো শেষ হতে না হতেই বালুচরি শাড়ি, টেরাকোটার গয়না, স্বরচিত কবিতার বই স্যুটকেসে ভরে অনাবাসী বাঙালি রওনা দেবেন নর্থ আমেরিকান বেঙ্গলি কনফারেন্সের পথে। রেজিস্ট্রেশন হয়ে গেছে বছরের গোড়ায়। এবার শুধু তিনটে দিন দেশের গান, দেশের খাবার, দেশের সিনেমা আঁকড়ে শিকড় খোঁজার পালা। এ বছর বঙ্গ সম্মেলনের মঞ্চ ক্যালিফোর্নিয়ার সান্টা ক্লারা, সিলিকনভ্যালি বলেই যা বিখ্যাত দুনিয়ায়। প্রশান্ত মহাসাগরের ধারে বে এরিয়া তথ্য–প্রযুক্তির আঁতুড়ঘর। আইটি প্রফেশনালের দল জুলাইয়ের ৭, ৮, ৯ তারিখে সব ব্যস্ততা শিকেয় তুলে মেতে থাকবেন খাঁটি বাঙালি সাহিত্য–সংস্কৃতির চর্চায়।

গত তিন বছর ধরে একটা নতুন রঙ লেগেছে বঙ্গ সম্মেলনের গায়ে। সেরা বাঙালির রঙ। এনএবিসি 'আজকাল সেরা বাঙালি' পুরস্কারের মুকুট কোন পাঁচজনের মাথায় উঠবে, তা নিয়ে কৌতূহলের পারদ চড়তে থাকে এক বছর ধরে। বাংলার শিল্প–সংস্কৃতি–সাহিত্য–সাংবাদিকতা–শিক্ষা জগতে উল্লেখযোগ্য অবদানের মাপকাঠিতে পাঁচটি নাম বেছে নেওয়া হয়। এনএবিসি ও আজকাল সংবাদপত্রের বিশিষ্ট কজনকে নিয়ে তৈরি কমিটি কয়েক মাসের গবেষণার পর যৌথ সিদ্ধান্ত নেয়। স্বাভাবিকভাবেই এ বছরও আগ্রহ ছিল তুঙ্গে। প্রথা মেনে বঙ্গ সম্মেলনের মিডিয়া পার্টনার আজকালের পাতাতেই প্রকাশিত হল ২০১৭–র সেরা পাঁচ বাঙালির নাম।

বাংলা ভাষার কোনও সীমান্ত হয় না। কাঁটাতারের বেড়ার এপারে ওপারে মুক্ত শঙ্খচিলের মতোই তার উড়ান। সেই বাংলা ভাষার অগ্রগণ্য কবি নির্মলেন্দু গুণ এবারের অন্যতম সেরা বাঙালি। আজকাল–এর ঢাকা ব্যুরোর তরফে তাঁর বাড়িতে এই খবর পৌঁছে দেওয়া হলে তিনি বলেন, 'আমি আপ্লুত। মানচিত্রের ব্যবধান যে কোনও প্রভাব ফেলেনি উদ্যোক্তাদের মনে, সেজন্য তাঁদের ধন্যবাদ জানাই।'

বাকি চার প্রাপক কলকাতার বাসিন্দা হলেও আক্ষরিক অর্থেই বিশ্ব–বাঙালি। শিবপুরের 'আইআইইএসটি'র উপাচার্য পদ্মশ্রী অধ্যাপক অজয়কুমার রায়ের মনীষার আলোয় উজ্জ্বল দেশ–বিদেশের শিক্ষাজগৎ। ভারতের প্রতিরক্ষা, পরমাণু শক্তি মন্ত্রক সমৃদ্ধ হয়েছে তাঁর গবেষণার কাজে। সান্টা ক্লারার মঞ্চে তাঁকে সেরা বাঙালির সম্মান জানানোর সুযোগ পেয়ে আজকাল গর্বিত। পুরস্কার প্রাপ্তির খবর পেয়ে তাঁর প্রতিক্রিয়া: 'আমি সম্মানিত বোধ করছি। আজকাল–এর চেয়ারম্যান সত্যম রায়চৌধুরীকে আন্তরিক ধন্যবাদ।'

ফেলুদা আর নীললোহিতের কখনও বয়স বাড়ে না। কিন্তু সে তো বাঙালির ফ্যান্টাসি। বাস্তবে এবার ফেলুদা ৫০। মানে ফেলুদা চরিত্র সৃষ্টির সুবর্ণ জয়ন্তী। সত্যজিৎ রায়ের সুযোগ্য উত্তরসূরি সন্দীপ রায় ফেলুদাকে নিয়ে দারুণ সব ছবি উপহার দিয়েছেন। গুপী বাঘা ফিরে এল, বাক্স রহস্য, বোম্বাইয়ের বোম্বেটে, কৈলাসে কেলেঙ্কারি, টিনটোরেটোর যীশু, গোরস্থানে সাবধান, রয়্যাল বেঙ্গল রহস্য, বাদশাহী আংটি, ডবল ফেলুদা— তালিকা দীর্ঘ। তিনি যে এবারের সেরা বাঙালির একজন তা নিশ্চয়ই বলে দিতে হবে না। স্বভাবগতভাবে মিতভাষী সন্দীপ রায় তাঁর আনন্দ গোপন করেননি। আজকাল বরাবর তাঁর প্রিয় কাগজ। এর মাস্টহেড–এর রূপকার সত্যজিৎ রায়, সেজন্য তাঁরা সূচনা থেকেই আজকাল পরিবারের সদস্য।

এ দেশের মাইক্রো ফিনান্সের জগতে চন্দ্রশেখর ঘোষের দ্যুতি সূর্যের মতো। তাঁর হাত ধরে অর্থনীতিতে আরও একবার নোবেল এলে বাঙালি বিস্মিত হবে না। সামান্য পুঁজি নিয়ে শুরু করে কয়েক বছরের মধ্যে ব্যাঙ্কের লাইসেন্স পেয়ে নজর কেড়েছিলেন তিনি। এই মুহূর্তে দেশ জুড়ে বন্ধন ব্যাঙ্কের গ্রাহকের সংখ্যা কোটি ছুঁতে চলেছে। প্রান্তিক মানুষের বড় ভরসা চন্দ্রশেখর ঘোষ সেরা বাঙালি হবেন না তো কে হবেন! বাংলার অর্থনীতিতে বিপ্লবের কারিগর হলেও মাটির মানুষ তিনি। শত ব্যস্ততার মধ্যে ফোন করে জানালেন তিনি অভিভূত। বিদেশের মঞ্চে বাঙালির এই সম্মান তাঁর প্রেরণা।

এবার আজকাল–এর ঘরের ছেলে সুমন চট্টোপাধ্যায়। এই কাগজেই সাংবাদিকতায় হাতেখড়ি। তারপর তাঁর উত্থান উল্কার গতিতে। কখনও খবরের কাগজ, কখনও বা টিভি চ্যানেল— যেখানে দায়িত্ব নিয়েছেন, সেখানেই সাফল্য তাঁর পায়ের ভৃত্য। 'এই সময়' সংবাদপত্রের সম্পাদক সুমন চট্টোপাধ্যায় দেখিয়ে দিয়েছেন, কীভাবে খুব অল্প সময়ে জয় করতে হয় পাঠকের মন। পুরস্কার প্রাপ্তির খবর শুনে সুমন চট্টোপাধ্যায় নস্টালজিক হয়ে পড়লেন। 'সেরা অভিধায় আমার আপত্তি থাকলেও কর্মজীবনের উপান্তে দাঁড়িয়ে এই স্বীকৃতি পেতে খুব খারাপ লাগছে না। বিশেষ করে এই কারণে যে আজ থেকে ৩৬ বছর আগে এক সরস্বতী পুজোর দিন এই আজকাল–এই আমার সাংবাদিকতায় হাতেখড়ি হয়েছিল। প্রতিষ্ঠানের যুবা কর্ণধার আমার অনুজপ্রতিম সত্যম রায়চৌধুরীকে বিনম্র কৃতজ্ঞতা জানাই।'

এই পাঁচ নক্ষত্রের সমাবেশ নিঃসন্দেহে অন্য মাত্রা দেবে সিলিকন ভ্যালির বঙ্গ সম্মেলনকে। আইটি–র স্বর্গরাজ্য বলেই হয়ত অন্য বছরের তুলনায় এবার কর্মকর্তা থেকে সাধারণ সদস্য, সব জায়গাতেই কমবয়সিদের সংখ্যা বেশি। তারা মুখিয়ে রয়েছে স্বভূমির তারকাদের দেখার জন্য, তাদের মুখ থেকে দুটো কথা শোনার জন্য, তাদের কাছে কিছু শেখার জন্য। পাঁচ সেরা বাঙালি বিজনেস ফোরাম, সাহিত্য সভা, চলচ্চিত্র উৎসবের মঞ্চ আলো করে নবীন বাঙালিকে মুগ্ধ করবেন, সন্দেহ নেই।